শ্রীহনূমতে নমঃ 1881

হনুমানচালীসা

हनुमानचालीसा (अर्थसहित)

बँगला

गीताप्रेस गोरखपुर

GITA PRESS, GORAKHPUR

শ্রীহনূমতে নমঃ

হনুমানচালীসা

দোহা

শ্রীগুরু চরন সরোজ রজ নিজ মনু মুকুরু সুধারি।
বরনউ রঘুবর বিমল জসু জো দায়কু ফল চারি॥
বুদ্ধিহীন তনু জানিকে সুমিরৌঁ পবন-কুমার।
বল বুধি বিদ্যা দেহু মোহিঁ হরহু কলেস বিকার॥

শ্রীগুরুর চরণরূপ কমলের পরাগের দ্বারা (অর্থাৎ শ্রীগুরুর চরণধূলির দ্বারা) নিজের মনরূপ দর্পণ পরিষ্কার করে নিয়ে রঘুবর শ্রীরামচন্দ্রের বিমল যশ বর্ণনা করতে

প্রবৃত্তি হচ্ছি। শ্রীরামের এই কীর্তিগাথা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ— এই চতুর্বিধ পুরুষার্থই প্রদান করে। কিন্তু আমি যে নিতান্তই নির্বোধ (সুতরাং এই কর্মে অক্ষম) তা বুঝে পবননন্দন হনুমানকে স্মরণ করছি— প্রভু, আপনি কৃপা করে আমায় সেই ক্ষমতা, বুদ্ধি এবং বিদ্যা দান করুন, আমার সর্বপ্রকার ক্লেশ এবং তজ্জনিত বিকারসমূহ হরণ করুন।

চৌপাঈ

জয় হনুমান জ্ঞান গুন সাগর। জয় কপীস তিহুঁ লোক উজাগর॥

হে হনুমান, হে কপি শ্রেষ্ঠ, আপনার জয় হোক। জ্ঞান ও গুণের সাগর স্বরূপ আপনি, তিনভুবনেই উজ্জ্বল (প্রসিদ্ধ) আপনার নাম॥ ১॥

রাম দূত অতুলিত বল ধামা। অঞ্জনি-পুত্র পবনসুত নামা॥

আপনি শ্রীরামের দূত, অতুলনীয় আপনার বল ও তেজ। অঞ্জনার পুত্র আপনি,

পবন-নন্দন নামেও আপনি পরিচিত ॥ ২ ॥

মহাবীর বিক্রম বজরঙ্গী। কুমতি নিবার সুমতি কে সঙ্গী॥

মহান বীর, মহাবিক্রমশালী, বজ্রাঙ্গবলী আপনি কুমতির নিবারণকর্তা এবং শুভবুদ্ধির সঙ্গী (অর্থাৎ শুভ বুদ্ধি প্রদানকারী)॥ ৩॥

কঞ্চন বরন বিরাজ সুবেসা। কানন কুণ্ডল কুঞ্চিত কেসা॥

স্বর্ণবর্ণ দেহে শোভন বেশে কর্ণে কুণ্ডল এবং কুঞ্চিত কেশের শোভায় দর্শনীয় আপনার রূপ॥ ৪॥

হাথ বজ্র ঔ ধ্বজা বিরাজৈ। কাঁধে মূঁজ জনেউ সাজৈ॥

আপনার হস্তে বজ্র এবং ধ্বজা বিরাজিত, স্কন্ধে মুঞ্জাতৃণ নির্মিত উপবীত শোভমান ॥ ৫ ॥

সঙ্কর সুবন কেসরীনন্দন। তেজ প্রতাপ মহা জগ বন্দন॥

মহাদেবের অংশে জাত আপনি, বানর-শ্রেষ্ঠ কেশরী আপনার পিতা। তেজস্বিতায় এবং প্রতাপে আপনি সর্বজগতে পূজনীয়॥ ৬ ॥

বিদ্যাবান গুনী অতি চাতুর। রাম কাজ করিবে কো আতুর॥

সর্বপ্রকার বিদ্যা ও সকল গুণে ভূষিত আপনি উদ্দেশ্যসাধনে অতিশয় দক্ষ ও চতুর, বিশেষতঃ শ্রীরামের কার্য-সম্পাদনে আপনি সর্বদাই তৎপর॥ ৭ ॥

প্রভু চরিত্র সুনিবে কো রসিয়া। রাম লখন সীতা মন বসিয়া॥

প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরিতকথার রসগ্রাহী শ্রোতা আপনি, আপনার হৃদয়ে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এবং সীতার নিত্য বসতি॥ ৮ ॥

সূক্ষ্ম রূপ ধরি সিয়হিঁ দিখাবা। বিকট রূপ ধরি লঙ্ক জরাবা।।
ভীম রূপ ধরি অসুর সঁহারে। রামচন্দ্র কে কাজ সঁবারে।।

সীতাদেবীর কাছে আপনি ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করে দেখা দিয়েছিলেন, লঙ্কা-দহনের সময় বিকট আকার ধারণ করেছিলেন, রাক্ষসদের সংহারকালে আপনার রূপ অতি ভয়ঙ্কর, এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের কার্যোদ্ধারের জন্য আপনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন।। ৯-১০।।

লায় সজীবন লখন জিয়ায়ে। শ্রীরঘুবীর হরষি উর লায়ে।।
রঘুপতি কীন্হী বহুত বড়াঈ। তুম মম প্রিয় ভরতহি সম ভাঈ।।
সহস বদন তুম্হরো জস গাবৈঁ। অস কহি শ্রীপতি কণ্ঠ লগাবৈঁ।।

মৃতসঞ্জীবনী ওষধি নিয়ে এসে, আপনি শ্রীলক্ষ্মণকে পুনর্জীবিত করেন, (আপনার এই অসামান্য কর্মকুশলতা দর্শনে) আনন্দিত চিত্তে শ্রীরাম আপনাকে বক্ষে জড়িয়ে ধরেন। রঘুপতি আপনার অশেষ প্রশংসা করেন এবং বলেন 'তুমি ভরতেরই মতো আমার পরম প্রিয় ভ্রাতা। আমি সহস্র-বদনে তোমার যশ কীর্তন করি'—এই কথা বলে শ্রীরাম আপনাকে কণ্ঠলগ্ন করেন॥ ১১-১৩॥

সনকাদিক ব্রহ্মাদি মুনীসা। নারদ সারদ সহিত অহীসা॥
জম কুবের দিগপাল জহাঁ তে। কবি কোবিদ কহি সকে কহাঁ তে॥

ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ, স্বয়ং দেবী সরস্বতী, সনকাদি মুনিচতুষ্টয়, অনন্তনাগ, নারদ-সহ অন্যান্য ঋষিবৃন্দ, যম-কুবেরাদি দিক্‌পালগণ ও কবিশ্রেষ্ঠ তথা জ্ঞানিবৃন্দ আপনার মহিমা বর্ণনা করে উঠতে পারেন না॥ ১৪-১৫॥

তুম উপকার সুগ্রীবহিঁ কীন্‌হা। রাম মিলায় রাজ পদ দীন্‌হা।।

আপনি সুগ্রীবের সঙ্গে রামের মিলন ঘটিয়ে তাঁকে রাজপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে তাঁর পরম উপকার সাধন করেছিলেন।। ১৬।।

তুম্‌হরো মন্ত্র বিভীষন মানা। লঙ্কেস্বর ভএ সব জগ জানা।।

বিভীষণ আপনার পরামর্শ মেনেছিলেন এবং তার ফলে পরিণামে তিনি লঙ্কার অধীশ্বর হয়েছিলেন একথা জগতের সকলেই জানে।। ১৭।।

জুগ সহস্র জোজন পর ভানূ। লীল্যো তাহি মধুর ফল জানূ।।

সহস্র সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত যে সূর্যদেব তাঁকে আপনি মিষ্ট ফলজ্ঞানে গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন।। ১৮।।

প্রভু মুদ্রিকা মেলি মুখ মাহীঁ। জলধি লাঁঘি গয়ে অচরজ নাহীঁ॥

প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক মুখের মধ্যে নিয়ে আপনি সাগর লঙ্ঘন করে পরপারে গেছিলেন—এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই (কারণ বালককালেই আপনি এক উল্লম্ফনে সূর্যের সমীপে পৌঁছেছিলেন।)॥ ১৯॥

দুর্গম কাজ জগত কে জেতে। সুগম অনুগ্রহ তুম্হরে তেতে॥

জগতে যত দুষ্কর কাজ আছে, সবই আপনার কৃপায় সহজসাধ্য হয়ে ওঠে॥ ২০॥

রাম দুআরে তুম রখবারে। হোত ন আজ্ঞা বিনু পৈসারে॥

শ্রীরামের দ্বারে আপনিই রক্ষক, আপনার অনুমতি ব্যতীত কেউই সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না (অর্থাৎ আপনার কৃপা ব্যতীত ভগবান রামের প্রতি ভক্তি লাভ হয় না)॥ ২১॥

সব সুখ লহৈ তুম্‌হারী সরনা। তুম রচ্ছক কাহূ কো ডর না॥

যে আপনার শরণ নেয়, সে সর্বসুখ লাভ করে ; আপনি যাকে রক্ষা করেন কারো কাছ থেকেই তার ভয় থাকে না ॥ ২২ ॥

আপন তেজ সম্‌হারো আপৈ। তীনোঁ লোক হাঁক তেঁ কাঁপৈ॥

আপনার তেজ একমাত্র আপনিই সম্বরণ করতে পারেন (অন্য কেউ আপনার তেজ নিবারণ করতে পারে না)। আপনার হুঙ্কারে ত্রিভুবন কম্পিত হয়॥ ২৩॥

ভূত পিসাচ নিকট নহিঁ আবৈ। মহাবীর জব নাম সুনাবৈ॥

মহাবীর হনুমানের নাম যখন যেখানে উচ্চারিত হয়, ভূত-পিশাচাদি সে স্থানের নিকটেও আসতে পারে না॥ ২৪॥

নাসৈ রোগ হরৈ সব পীরা। জপত নিরন্তর হনুমত বীরা।।

নিরন্তর হনুমানের নাম জপ করলে সর্বপ্রকার রোগ-পীড়াদি বিনষ্ট হয়।। ২৫।।

সঙ্কট তেঁ হনুমান ছুড়াবৈ। মন ক্রম বচন ধ্যান জো লাবৈ।।

সঙ্কটে পতিত হলে শ্রীহনুমানের নাম মুখে কীর্তন, মনে তাঁকে স্মরণ এবং ক্রমশঃ তাঁকে ধ্যাকে ধ্যান করলে, সেই সঙ্কট থেকে তিনি মুক্ত করেন।। ২৬।।

সব পর রাম তপস্বী রাজা। তিন কে কাজ সকল তুম সাজা।।

তপস্বী শ্রীরাম সর্বজগতের সকলের প্রভু, সেই মহামহিমশালীর সকল গুরুতর কর্মসমূহের দায়িত্বপালন আপনার পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।। ২৭ ।।

ঔর মনোরথ জো কোই লাবৈ। সোই অমিত জীবন ফল পাবৈ।।

(সুতরাং) অন্য যে কোনো মনোবাসনা নিয়ে যে আপনার দ্বারস্থ হয়, সে-ই অনন্ত জীবনের জন্য সেই সব ফললাভ করে (অর্থাৎ আপনার প্রদত্ত ফলসমূহ একজীবনে ভোগ করলেই শেষ হয়ে যায় না।) ১।২৮

চারোঁ যুগ পরতাপ তুম্হারা। হৈ পরসিদ্ধ জগত উজিয়ারা॥

সর্বজগতেই একথা প্রসিদ্ধ আছে যে চার যুগেই আপনার প্রতাপ সমুজ্জ্বলভাবে বর্তমান॥ ২৯॥

সাধু সন্ত কে তুম রখবারে। অসুর নিকন্দন রাম দুলারে॥

সাধু সজ্জনগণের আপনি রক্ষাকর্তা, অসুরদের বিনাশকারী এবং শ্রীরামচন্দ্রের একান্ত প্রিয়পাত্র॥ ৩০॥

অষ্ট সিদ্ধি নৌ নিধি কে দাতা। অস বর দীন জানকী মাতা॥

মাতা জানকীদেবী আপনাকে এরূপ বর দিয়েছেন যে, আপনি ইচ্ছা করলেই অষ্ট সিদ্ধি এবং নয় প্রকার সম্পদ (নবধা ভক্তি অথবা কুবেরের পদ্ম, মহাপদ্ম প্রভৃতি নয়প্রকার বিধি) দান করতে পারেন॥ ৩১॥

রাম রসায়ন তুম্‌হরে পাসা। সদা রহো রঘুপতি কে দাসা॥

শ্রীরামের প্রতি প্রেম-ভক্তি আপনারই ভাণ্ডারে বিদ্যমান (অর্থাৎ আপনি দয়া না করলে তা লাভ করা যায় না)। হে রঘুপতির দাস মহাবীর হনুমান। আপনি সর্বদা আমার নিকটে থাকুন॥ ৩২॥

তুম্‌হরে ভজন রাম কো পাবৈ। জনম জনম কে দুখ বিসরাবৈ॥
অন্ত কাল রঘুবর পুর জাঈ। জহাঁ জন্ম হরি-ভক্ত কহাঈ॥

আপনার ভজনা করলে তা প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হয় এবং

শ্রীরামের প্রীতি সম্পাদন করে। জন্ম-জন্ম সঞ্চিত দুঃখরাশিকে তা ভুলিয়ে দেয় (অর্থাৎ দুঃখ নির্মূল হয়ে যায়)। যেখানে (যে দেশে বা বর্ণে অথবা জাতিতে) সেই ভজনাকারীর জন্ম হোক না কেন ভগবদ্‌ভক্তরূপেই তাঁর পরিচিতি হয় এবং অন্তে তিনি শ্রীরামের নিত্যধামে গমন করেন॥ ৩৩-৩৪॥

ঔর দেবতা চিত্ত ন ধরঈ। হনুমত সেই সর্ব সুখ করঈ॥

অপর কোনো দেবতার প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট না করে কেবলমাত্র হনুমানের সেবা করলেই সর্ব ফললাভ হতে পারে॥ ৩৫॥

সঙ্কট কটৈ মিটৈ সব পীরা। জো সুমিরৈ হনুমত বলবীরা॥

যিনি মহাবলবীর্যসমন্বিত শ্রীহনুমানকে স্মরণ করেন, তাঁর সকল সঙ্কট দূরীভূত হয়, সর্ব রোগ নিরাময় হয়ে যায়॥ ৩৬॥

জৈ জৈ জৈ হনুমান গোসাঈঁ। কৃপা করহু গুরু দেব কী নাঈঁ॥

হে প্রভু হনুমানজী, আপনার জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক। গুরুদেব যেমন তাঁর শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন, সেইরকম আপনিও আমাকে কৃপা করুন॥ ৩৭ ॥

জো সত বার পাঠ কর কোঈ। ছূটহি বন্দি মহা সুখ হোঈ॥

এই হনুমান-চালীসা যে শতবার পাঠ করবে, তার বন্ধনমুক্তি ঘটবে এবং সে প্রভূত সুখ-সৌভাগ্য লাভ করবে ॥ ৩৮॥

জো য়হ পঢ়ৈ হনুমান চলীসা। হোয় সিদ্ধি সাখী গৌরীসা॥

যে কেউ এই হনুমান চালীসা পাঠ করবে, তারই সিদ্ধিলাভ (উদ্দিষ্ট ফললাভ) হবে, এ বিষয়ে স্বয়ং মহাদেব প্রমাণ॥ ৩৯॥

তুলসীদাস সদা হরি চেরা। কীজৈ নাথ হৃদয় মহঁ ডেরা।।

তুলসীদাস সদা সর্বদাই শ্রীহরির সেবক, দাসানুদাস। হে প্রভু, আপনি তার হৃদয়টিকে আপনার বাসস্থানে পরিণত করুন অর্থাৎ তার হৃদয়ে নিত্য বাস করুন।। ৪০।।

দোঁহা

পবনতনয় সংকট হরন, মঙ্গল মূরতি রূপ।
রাম লখন সীতা সহিত, হৃদয় বসহু সুর ভূপ।।

শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবী-সহ সঙ্কটমোচন, মঙ্গলময়বিগ্রহ সুরশ্রেষ্ঠ শ্রীপবননন্দন আমার হৃদয়ে বসতি করুন।

।। ইতি ।।

সংকটমোচন হনুমানাষ্টক

মত্তগয়ন্দ ছন্দ

বাল সময় রবি ভক্ষি লিয়ো তব তীনহুঁ লোক ভয়ো অঁধিয়ারো।
তাহি সোঁ ত্রাস ভয়ো জগ কো য়হ সংকট কাহু সোঁ জাত ন টারো॥
দেবন আনি করী বিনতী তব ছাঁড়ি দিয়ো রবি কষ্ট নিবারো।
কো নহিঁ জানত হৈ জগমেঁ কপি সংকটমোচন নাম তিহারো॥ ১

বালি কী ত্রাস কপীস বসৈ গিরি জাত মহাপ্রভু পন্থ নিহারো।

চৌঁকি মহা মুনি সাপ দিয়ো তব চাহিয় কৌন বিচার বিচারো ।।
কৈ দ্বিজ রূপ লিবায় মহাপ্রভু সো তুম দাস কে সোক নিবারো ।। ২

অঙ্গদ কে সঁগ লেন গয়ে সিয় খোজ কপীস য়হ বৈন উচারো ।
জীবত না বচিহৌ হম সো জু বিনা সুধি লাএ ইহাঁ পগু ধারো ।।
হেরি থকে তট সিন্ধু সবৈ তব লায় সিয়া-সুধি প্রান উবারো ।। ৩

রাবন ত্রাস দঈ সিয় কো সব রাক্ষসি সোঁ কহি সোক নিবারো ।
তাহি সময় হনুমান মহাপ্রভু জায় মহা রজনীচর মারো ।।
চাহত সীয় অসোক সোঁ আগি সু দৈ প্রভু মুদ্রিকা সোক নিবারো ।। ৪

বান লগ্যো উর লছিমন কে তব প্রান তজে সুত রাবন মারো।
লৈ গৃহ বৈদ্য সুষেন সমেত তবৈ গিরি দ্রোন সু বীর উপারো।।
আনি সজীবন হাথ দঈ তব লছিমন কে তুম প্রান উবারো।। ৫

রাবন জুদ্ধ অজান কিয়ো তব নাগ কি ফাঁস সবৈ সির ডারো।
শ্রীরঘুনাথ সমেত সবৈ দল মোহ ভয়ো য়হ সংকট ভারো।।
আনি খগেস তবৈ হনুমান জু বন্ধন কাটি সুত্রাস নিবারো।। ৬

বন্ধু সমেত জবৈ অহিরাবন লৈ রঘুনাথ পতাল সিধারো।
দেবিহিঁ পূজি ভলী বিধি সোঁ বলি দেউ সবৈ মিলি মন্ত্র বিচারো।।

জায় সহায় ভয়ো তব হী অহিরাবন সৈন্য সমেত সঁহারো॥ ৭

কাজ কিয়ে বড় দেবন কে তুম বীর মহাপ্রভু দেখি বিচারো।
কৌন সো সংকট মোর গরীব কো জো তুমসোঁ নহিঁ জাত হৈ টারো॥
বেগি হরো হনুমান মহাপ্রভু জো কছু সঙ্কট হোয় হমারো॥ ৮

দোহা—**লাল দেহ লালী লসে, অরু ধরি লাল লঁগূর।**
বজ্র দেহ দানব দলন, জয় জয় জয় কপি সূর॥

॥ ইতি সংকটমোচন হনুমানাষ্টক সম্পূর্ণ॥

শ্রীহনুমৎ-স্তবন

সোরঠা—প্রনবউঁ পবনকুমার খল বন পাবক গ্যানঘন।

জাসু হৃদয় আগার বসহিঁ রাম সর চাপ ধর॥

যাঁর হৃদয়ে ধনুকধারী শ্রীরাম সর্বদা বিরাজিত, যিনি জ্ঞানমূর্তি, দুষ্কৃতকারীস্বরূপ বনের পক্ষে যিনি অগ্নির ন্যায় সেই পবনপুত্র হনুমানকে আমি প্রণাম করি।

অতুলিতবলধামং হেমশৈলাভদেহং

দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্।

সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং

রঘুপতিপ্রিয়ভক্তং বাতজাতং নমামি॥

অতুলিত শক্তির ভাণ্ডার, স্বর্ণ-গিরি সুমেরু পর্বতের ন্যায় কাঞ্চন-কান্তিযুক্ত দেহধারী, রাক্ষসরূপী অরণ্যকে ভস্মীভূত করতে অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, জ্ঞানীগণের মধ্যে অগ্রগণ্য, সকল গুণের আধার, বানর-কূলের অধীশ্বর, শ্রীরামের প্রিয় ভক্ত পবনপুত্রকে আমি প্রণাম করি।

গোষ্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসম্।
রামায়ণমহামালারত্নং বন্দেঽনিলাত্মজম্।।
অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনম্।
কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করম্।।

যাঁর নিকট সমুদ্র গোস্পদের তুল্য অনায়াসে লঙ্ঘনীয় হয়েছিল, যিনি রাক্ষসকূলকে মশকের ন্যায় মর্দন করে বিনষ্ট করেছেন, যিনি রামায়ণরূপ মহার্ঘ্য

হারের মধ্যে উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ সেই পবনপুত্র শ্রীহনুমানকে আমি সাদরে বন্দনা করি। মা অঞ্জনাকে যিনি অতিশয় আনন্দ প্রদান করেছেন, সীতার যিনি শোক নিবারণ করেছেন, অতিশয় বীর, অক্ষ সংহারক, লঙ্কার জন্য ভয়ঙ্কর অর্থাৎ লঙ্কায় যিনি ত্রাসের সঞ্চার করেছেন সেই বানরপতি শ্রীহনুমানকে আমি বন্দনা করি।

উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলং
যঃ শোকবহ্নিং জনকাত্মজায়াঃ।
আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাং
নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্॥

যিনি লীলাভরে সমুদ্র লঙ্ঘন করে জনকাত্মজা সীতার শোকাগ্নি গ্রহণ করে তার দ্বারা লঙ্কাকে ভস্মীভূত করেছেন, সেই অঞ্জনাপুত্রকে আমি করজোড়ে প্রণাম করি।

মনোজবং মারুততুল্যবেগং জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং শ্রীরামদূতং শরণং প্রপদ্যে॥

মনের সমকক্ষ শীঘ্রগতিযুক্ত এবং বায়ুর সমান প্রবল বেগশালী, ইন্দ্রিয়-বিজয়ী (ব্রহ্মচারী), বুদ্ধিমানগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, বায়ুপুত্র, বানরকুলের মধ্যে অগ্রগণ্য, শ্রীরামের দূত, সেই শ্রীহনুমানের আমি শরণাগত হই।

আঞ্জনেয়মতিপাটলাননং কাঞ্চনাদ্রিকমনীয়বিগ্রহম্।
পারিজাততরুমূলবাসিনং ভাবয়ামি পবমাননন্দনম্॥

যাঁর মুখ অতিশয় অতিশয় রক্তবর্ণ এবং দেহ স্বর্ণগিরির ন্যায় কান্তিযুক্ত, যিনি পারিজাত বৃক্ষমূলে নিবাস করেন, সেই পবননন্দন তথা অঞ্জনানন্দন হনুমানের আমি মনন (চিন্তা) করি।

যত্র যত্র রঘুনাথকীর্তনং তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্।
বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্॥

যেখানে যেখানে শ্রীরঘুনাথের (নাম, রূপ, গুণ, লীলা আদি) কীর্তন করা হয় সেই সেই জায়গায় করজোড়ে নতমস্তক হয়ে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে যিনি সদা উপস্থিত থাকেন সেই রাক্ষস বংশের অন্তকারী পবননন্দের উদ্দেশ্যে সকলেই প্রণাম নিবেদন করুন।

——— ○ ———

শ্রীহনুমানজীর আরতি

আরতী কীজৈ হনুমান ললা কী। দুষ্টদলন রঘুনাথ কলা কী। টেক॥
জাকে বল সে গিরিবর কাঁপৈ। রোগ-দোষ জাকে নিকট ন ঝাঁপৈ॥ ১
অঞ্জনি পুত্র মহা বলদাঈ। সন্তন কে প্রভু সদা সহাঈ॥ ২
দে বীরা রঘুনাথ পঠায়ে। লঙ্কা জারি সীয় সুধি লায়ে॥ ৩
লঙ্কা সো কোট সমুদ্র সী খাঈ। জাত পবনসুত বার ন লাঈ॥ ৪
লঙ্কা জারি অসুর সংহারে। সিয়ারামজীকে কাজ সঁবারে॥ ৫
লক্ষ্মণ মূর্ছিত পড়ে সকারে। আনি সজীবন প্রান উবারে॥ ৬
পৈঠি পতাল তোরি জম-কারে। অহিরাবন কী ভুজা উখারে॥ ৭
বায়েঁ ভুজা অসুর দল মারে। দহিনে ভুজা সন্তজন তারে॥ ৮

সুর নর মুনি আরতী উতারে। জৈ জৈ জৈ হনুমান উচারে।। ৯
কঞ্চন থার কপূর লৌ ছাঈ। আরতি করত অঞ্জনা মাঈ।। ১০
জো হনুমান(জী) কী আরতী গাবৈ। বসি বৈকুণ্ঠ পরমপদ পাবৈ।। ১১

শ্রীরামবন্দনা

আপদামপহর্তারং দাতারং সর্বসম্পদাম্।
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্।।
রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় মানসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।।

নীলাম্বুজশ্যামলকোমলাঙ্গং সীতাসমারোপিতবামভাগম্।
পাণৌ মহাসায়কচারুচাপং নমামি রামং রঘুবংশনাথম্॥

শ্রীরামস্তুতি

শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজু মন হরণ ভবভয় দারুণং।
নবকঞ্জ-লোচন, কঞ্জ-মুখ, কর-কঞ্জ পদ কঞ্জারুণং॥
কন্দর্প অগণিত অমিত ছবি, নবনীল-নীরদ সুন্দরং।
পট পীত মানহু তড়িত রুচি শুচি নৌমি জনক সুতাবরং॥
ভজু দীনবন্ধু দিনেশ দানব-দৈত্যবংশ-নিকন্দনং।

রঘুনন্দ আনঁন্দকন্দ কোশলচন্দ দশরথ-নন্দনং॥
সির মুকুট কুণ্ডল তিলক চারু উদারু অঙ্গ বিভূষণং।
আজানুভুজ শর-চাপ-ধর, সংগ্রাম-জিত-খরদূষনং॥
ইতি বদতি তুলসীদাস শঙ্কর-শেষ-মুনি-মন-রঞ্জনং।
মম হৃদয়-কঞ্জ নিবাস কুরু, কামাদি খলদল-গঞ্জনং।
মনু জাহিঁ রাচেউ মিলিহি সো বরু সহজ সুন্দর সাঁবরো।
করুনা নিধান সুজান সীলু সনেহু জানত রাবরো॥
এহি ভাঁতি গৌরি অসীস সুনি সিয় সহিত হিয়ঁ হরষীঁ অলী।
তুলসী ভবানিহি পূজি পুনি পুনি মুদিত মন মন্দির চলী॥
সোরঠা জানি গৌরি অনুকূল সিয় হিয় হরষু ন জাই কহি।

মঞ্জুল মঙ্গল মূল বাম অঙ্গ ফরকন লগে॥

॥ সিয়াবর রামচন্দ্রকী জয়॥

শ্রীরামাবতার

ভএ প্রগট কৃপালা দীনদয়ালা কৌসল্যা হিতকারী।
হরষিত মহতারী মুনি মন হারী অদ্ভুত রূপ বিচারী॥
লোচন অভিরামা তনু ঘনস্যামা নিজ আয়ুধ ভুজ চারী।
ভূষন বনমালা নয়ন বিসালা সোভাসিন্ধু খরারী॥

কহ দুই কর জোরী অস্তুতি তোরী কেহি বিধি করৌঁ অনন্তা।
মায়া গুন গ্যানাতীত অমানা বেদ পুরান ভনন্তা।।
করুনা সুখসাগর সব গুন আগর জেহি গাবহিঁ শ্রুতি সন্তা।
সো মম হিত লাগী জন অনুরাগী ভয়উ প্রগট শ্রীকন্তা।।
ব্রহ্মাণ্ড নিকায়া নির্মিত মায়া রোম রোম প্রতি বেদ কহৈ।
মম উর সো বাসী য়হ উপহাসী সুনত ধীর মতি থির ন রহৈ।।
উপজা জব গ্যানা প্রভু মুসুকানা চরিত বহুত বিধি কীন্হ চহৈ।
কহি কথা সুহাঈ মাতু বুঝাঈ জেহি প্রকার সুত প্রেম লহৈ।।
মাতা পুনি বোলী সো মতি ডোলী তজহু তাত য়হ রূপা।
কীজৈ সিসুলীলা অতি প্রিয়সীলা য়হ সুখ পরম অনূপা।।

সুনি বচন সুজানা রোদন ঠানা হোই বালক সুরভূপা।
য়হ চরিত জে গাবহিঁ হরিপদ পাবহিঁ তে ন পরহিঁ ভবকূপা॥

শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্রম্

নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায় ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়।
নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায় তস্মৈ 'ন' কারায় নমঃ শিবায়॥
মন্দাকিনীসলিলচন্দনচর্চিতায় নন্দীশ্বরপ্রমথনাথমহেশ্বরায়।
মন্দারপুষ্পবহুপুষ্পসুপূজিতায় তস্মৈ 'ম' কারায় নমঃ শিবায়॥

শিবায় গৌরীবদনাব্জবৃন্দসূর্যায় দক্ষাধ্বরনাশকায়।
শ্রীনীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায় তস্মৈ ‘শি’ কারায় নমঃ শিবায়।।
বসিষ্ঠকুম্ভোদ্ভবগৌতমার্য মুনীন্দ্রদেবার্চিতশেখরায়।
চন্দ্রার্কবৈশ্বানরলোচনায় তস্মৈ ‘ব’ কারায় নমঃ শিবায়।।
য (ক্ষ) জ্ঞস্বরূপায় জটাধারায় পিনাকহস্তায় সনাতনায়।
দিব্যায় দেবায় দিগম্বরায় তস্মৈ ‘য়’ কারায় নমঃ শিবায়।।
পঞ্চাক্ষরমিদং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে।।

।। ইতি ।।